ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে নাইটিংহেম ফরেস্টকে ২-০ গোলে হারাল মিলওয়াল।

মাঠে - ময়দানে

পর্তুগাল প্রিমিয়ার লিগে ডিপার্তো দাস আভেজকে ৪-১ গোলে হারাল ভিটোরিয়া সেতুবল।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে দুরন্ত শতরান করলেন মাকরান।

কর্ণাটককে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে বাংলা

স্টাফ রিপোর্টার: ফের সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলা। শুক্রবার হাওড়া শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে সেমিফাইনাল ম্যাচে বাংলা সহজে ২-০ গোলে কর্ণাটককে হারিয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। ম্যাচের শুরু থেকে প্রাধান্য থাকলেও প্রথমার্ধে কোনও গোল করতে পারেনি বাংলা। বরং বেশ কয়েকবার বাংলার ডিফেন্সকে বিব্রত করেছিল কর্ণাটক ফুটবলাররা। প্রথমার্ধে মাঝমাঠে আধিপত্য নিতে বাধ্য হয়েছে রঞ্জন চৌধুরীর ফুটবলাররা। দ্বিতীয়ার্ধে মাঝমাঠে তীর্থঙ্কর সরকার হাল ধরতেই খড়কুটোর মতো ভেসে যায় কর্ণাটকের প্রতিরোধ। বাংলার ফুটবলারদের আটকানোর সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না কর্ণাটক দলের। ৫৮ মিনিটে গোল করে বাংলাকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক জিতেন মুর্মু। প্রথম গোলের পর বাংলার দাপট বাড়লেও গোলের ব্যবধান বাড়াতে পারছিল না। গোলমুখে ফুটবলারদের ব্যর্থতার জন্যই বাংলাকে দ্বিতীয় গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৮৫ মিনিট পর্যন্ত। বাংলার হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন তীর্থঙ্কর সরকার। গোল করতে না পারলেও বাংলার হয়ে নজর কাড়া ফুটবল খেলেন সুমিত দাস। আগের ম্যাচে কেরলের কাছে হারায় সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে বাংলা খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে কি না তা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যোগ্য দল হিসাবেই বাংলা সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। ২০১০ সালে বাংলা ঘরের মাঠে সন্তোষ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এখন দেখার ফের ঘরের মাঠে সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হতে পারে কি না। ফাইনালে বাংলার প্রতিপক্ষ কেরল।

ভুবনেশ্বর পৌঁছে চার্চিল ম্যাচের প্রস্তুতি বাগানের

স্টাফ রিপোর্টার: শুক্রবার সকালের উড়ানে সুপার কাপ খেলতে ভুবনেশ্বর পৌঁছাল মোহনবাগান। চোটের জন্য দলের সঙ্গে যেতে পারলেন না রিকি ফার্নান্ডেজ। সকালে পৌঁছে দুপুরে বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যায় চার্চিল ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন মোহনবাগান কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তী। ওয়াটসন, আক্রম, কিংসলেদের নিয়ে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক অনুশীলন সারেন বাগান কোচ। ভুবনেশ্বরে এখন বেশ গরম। তবে সুপার কাপের অভিযান ম্যাচে চার্চিলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানকে খেলতে হবে রাত আটটায়। এটা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিচ্ছে বাগান কোচকে। তবে গরম নয়, মোহন কোচের ভাবনা চার্চিল ব্রাদার্সের বর্তমান পারফরম্যান্স নিয়ে। আই লিগে গোয়ার দলটি অবনমনে পড়লেও সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে দিল্লি ডায়নামোজকে হারিয়ে মুল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিশেষ করে নতুন বিদেশি দলে আশায় বেশ ভাল দল গড়েছে চার্চিল কর্তারা। বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গলের বাতিল ফুটবলার উইলিস প্লাজা রয়েছেন বেশ ভাল ফর্মে। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ডার্বি ম্যাচে সেরকম সুবিধা করতে না পারলেও প্লাজাকে ঘিরেই চিন্তিত শঙ্করলাল। শুক্রবার ভুবনেশ্বরে অনুশীলন শেষে তিনি বলেন, ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে ভাল খেলতে না পারলেও প্লাজা বেশ বিপদজনক ফুটবলার। তাই ওকে আটকানোর জন্য আলাদা কিছু পরিকল্পনা রয়েছে। তবে শুধু প্লাজা নয়, পুরো চার্চিলকে নিয়েই রয়েছে আমার ভাবনা। আইএসএল এবং আই লিগের দল নিয়ে কোনও তুলনা টানতে নারাজ সবুজ-মেরুন শিবিরের কোচ। চার্চিল ব্রাদার্স ম্যাচ জেতার পর আইএসএলের দলের বিরুদ্ধে খেলতে হলে কখন কি করবেন? বাগান কোচের পরিস্কার উত্তর, তখন ওদের ম্যাচের ভিডিও দেখে কিভাবে খেলবে তা ঠিক করব। চার্চিল ব্রাদার্স আই লিগে দু'বার হারিয়েছে মোহনবাগান। তাই সুপার কাপে রবিবার চার্চিলের বিরুদ্ধে ফেভারিট হিসাবে মাঠে নামবে সবুজ-মেরুন শিবির। তবু গোয়ার দলটির বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে বেশ সাবধানে শঙ্কর।

ক্লাসেনে নজর রাজস্থান রয়্যালসের

জয়পুর, ৩০মার্চ: **নির্বাসিত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার স্টিভ স্মিথের পরিবর্তে বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক তারকার দিকে নজর রয়েছে রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির। তবে একাদশ আইপিএলে রাজস্থান দলে ঢুকে পড়ার লড়াইয়ে সবার আগে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হেনরিচ ক্লাসেন। ভারতের বিরুদ্ধে গত একদিনের সিরিজ ও টি-২০ সিরিজে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশ করা ক্লাসেন যুযবেন্দ্র চাহাল ও কুলদীপ যাদবের বিরুদ্ধে সাবলীলভাবে ব্যাট করেছিলেন। তাই রাজস্থানের হেড অফ ক্রিকেট জুবিন ভারুচা ক্লাসেনকে নেওয়ার দিকেই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন।**

বল বিকৃতি বিতর্কে স্মিথের পাশে শচীন,রোহিত,গম্ভীররা

সিডনি, ৩০ মার্চ: স্টিভ স্মিথের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কি পরিমাণ ঝড় বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। দেশে ফেরার পর এয়ারপোর্টে শুনতে পেলেন 'চোর,চোর, চিৎকার! যেটা ক্রিকেটজীবনে কখনই শুনতে হয়নি। ফলে স্বভাবতই স্মিথকে বেশ বিমর্ষ লাগে। সাংবাদিক বৈঠকে বসে বাবরার ভেঙে পড়েন কান্নায়,পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাবা এসে সান্ত্বনা দেন। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বার্তা পেয়েছেন স্মিথ। যার প্রথমে রয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকর। শচীন লিখেছেন,'ওরা দুঃখিত,ব্যথিত। কিন্তু যে কাজ করেছে,তার ফল তো ভোগ করতেই হবে। কিন্তু ওদের পরিবারের কথাও একটু ভাবুন। ক্রিকেটারদের অনেক দোষ ওদের বহন করতে হয়। এবার অন্তত একটু পিছিয়ে গিয়ে ওদের সময় দেওয়া হোক।' রোহিত শর্মা লিখেছেন,' পুলিশি পাহারায় বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া এবং দেশে ফিরে স্টিভ স্মিথের সাংবাদিক বৈঠক- এই দুটো ছবি দেখে মনটা কেমন করে উঠল। সবার উর্ধ্বে খেলার স্পিরিট বজায় রাখা তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ওরা একটা ভুল করেছে এবং সেটা স্বীকারও করেছে। এখানে বসে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করা আমার পক্ষে অন্যায় হবে। কিন্তু আমার মনে হয়,ওরা সকলেই বিশ্যাত এবং এই ঘটনা দেখে ওদের বিচার করা উচিৎ হবে না।' ভারতের বাঁহাতি ওপেনার গৌতম গম্ভীর বলেছেন,'আমি হয়তো একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছি। কিন্তু স্টিভ স্মিথকে দেখে আমার একটুও প্রতারক বলে মনে হয় না। পুরো ঘটনার ব্যাপারে জানি না। কিন্তু ওকে আমি এমন নেতা হিসাবে দেখি যে নিজের দেশ,নিজের দলের হয়ে ম্যাচ জেতার জন্য দৃঢ়প্রতিঞ্জ থাকে। হয়তো ওর প্রক্রিয়াটা সঠিক নয়,কিন্তু ওকে কোনওভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যাবেনা।'

আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন পেসার মিচেল স্টার্ক

স্টাফ রিপোর্টার: আইপিএল শুরুর আগে ধাক্কা নাইট শিবিরে। ডান পায়ের চোটের কারণে আইপিএলে খেলতে পারবেন না অজি পিস্ড স্টার মিচেল স্টার্ক। এই চোটের জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের চতুর্থ তথা শেষ টেস্টে খেলতে পারবেন না তিনি। আগামী শুক্রবার জোহানেসবার্গে এই টেস্ট শুরু হচ্ছে। একইসঙ্গে পুরো আইপিএলেও একটি ম্যাচও খেলতে পারবেন না তিনি। জোহানেসবার্গ টেস্টের পরই ২৮ বছরের পেসার দেশে ফিরে যাবেন। অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর চোট কতটা গুরুতর, তা খতিয়ে দেখা হবে। উল্লেখ্য, এবার প্লেয়ারদের নিলামে নাইট রাইডার্স তাকে ৯.৪ কোটি টাকায় কিনেছিল। স্টার্ক খেলতে পারবে না শুনে মাথায় হাত নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষের। মুলত তাকে ঘিরেই বোলিং লাইন আপ তৈরি করা হচ্ছিল। যা এবার বড়সড় ধাক্কা খেল। কয়েকদিন আগেই পায়ে চোট পেয়েছিলেন স্টার্ক। সেকারণে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টেও নেই তিনি। তাঁর বদলে খেলছেন চাদ সেয়ার্স। স্টার্কের বদলি নিতে পারে কেককেআর টিম ম্যানেজমেন্ট।

কমনওয়েলথের লিস্টে নাম নেই সুশীলের

স্টাফ রিপোর্টার: কমনওয়েলথ গেমসের এন্ট্রি লিস্টে নামই নেই সুশীল কুমারের। চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে ভারতীয় কুস্তিমহল। কমনওয়েলথ গেমসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৭৪ কেজি ফ্রি-স্টাইল ইভেন্টে ১৫ জন প্রতিযোগী রয়েছেন। এই তালিকায় নাম নেই দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী সুশীল কুমারের। অথচ ১৬নম্বরপেপ নাম থাকার কথা ভারতের সর্বকালের সেরা কুস্তিগীড়ের। ফ্রি-স্টাইল কুস্তির বিভিন্ন ওয়েট ক্যাটাগরিতে পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে বাকি ১১ জন ভারতীয়র নাম রয়েছে সংশ্লিষ্ট এন্ট্রি লিস্টে। একা সুশীল কুমারই বাদ পড়েছেন তালিকা থেকে। এমন পরিস্থিতিতে সুশীল কুমারের গেমসে নাম চূড়ান্ত অনিশ্চিত দেখাচ্ছে।

সুপার কাপের আগে কালো মেঘ ইস্টবেঙ্গল শিবির জুড়ে

স্টাফ রিপোর্টার: সুপার কাপের আগে ফের কালো মেঘের ছায়া ইস্টবেঙ্গল শিবির জুড়ে। সুপার কাপের জন্য প্রস্তুতি শুরুর দিন থেকেই ঝামেলা শুরু টিডি সুভাষ ভৌমিকের সঙ্গে কোচ খালিদ জামিলের। প্রথম দু'দিন খালিদ অনুশীলনে না আসায় বেজায় চটেছিলেন টিডি সুভাষ। এরপরে এলেও দুজনের মধ্যে বাক্যলাভ বন্ধ ছিল। তবে ইস্টবেঙ্গলের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার টিডি এবং কোচের ঝামেলা মিটিয়ে শান্তি এনে দিয়েছিলেন। তবে তা মাত্র কয়েকদিনের জন্য। ফের টিডি সুভাষ এবং কোচ খালিদের মধ্যে দুরত্ব বাড়ছে। কয়েকদিন দুজনে মিলে অনুশীলন করালেও ছবিটা আন্দাজ করা গিয়েছিল। যে কোনওদিন সমস্যা হতে পারে। ছাঁই চাপা আগুনটা যে নেভেনি তা পরিস্কার। এখনও ধিক ধিক করে জ্বলছে। সুপার কাপের কোচিং নিয়ে সুভাষের পাখির চোখ এখন সুপার কাপ। ৫ এপ্রিল ইস্টবেঙ্গলের দুই কোচ সুভাষ ও খালিদের মধ্যে এখন 'টাগ অফ ওয়ার্ক' চলছে। তবে সুপার কাপে সুভাষ ভৌমিকই যে বস তা তাঁর অনুশীলনে বার বার প্রমাণিত। এককভাবে খালিদ অনুশীলন করার প্রস্তাব দিলেও সুভাষ তা খারিজ করে দেয়। আর এ নিয়েই এখন জোর আলোচনা লাল-হলুদ শিবির জুড়ে। ২ এপ্রিল সোমবার নিজেদের টিম বাসে ভুবনেশ্বর যাবে ইস্টবেঙ্গল। তবে দুই কোচ বিশেষ করে খালিদ জামিল দলের সঙ্গে যাবেন কি না তা নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। তবে এসব নিয়ে এতটুকু হেলদোল নেই লাল-হলুদ টিডি সুভাষ ভৌমিকের। বরং তাঁর ভাবনা শুধুই সুপার কাপ। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই নিয়মিত ডুডু, ক্রোমা, কাটসুমি, আমনাদের নিয়ে জোর অনুশীলনে ব্যস্ত সুভাষ। আসলে গত ১৯ বছর আই লিগ অধরা ইস্টবেঙ্গলে। এটাই যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না ময়দানের ভোম্বলদা। তাই অন্যদিকে না তাকিয়ে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে সুভাষের পাখির চোখ এখন সুপার কাপ। ৫ এপ্রিল ইস্টবেঙ্গলের দুই কোচ সুভাষ ও খালিদের মধ্যে এখন 'টাগ অফ ওয়ার্ক' চলছে। তবে সুপার কাপে সুভাষ ভৌমিকই যে বস তা তাঁর অনুশীলনে বার বার প্রমাণিত। এককভাবে খালিদ অনুশীলন করার প্রস্তাব দিলেও সুভাষ তা খারিজ করে দেয়। আর এ নিয়েই এখন জোর আলোচনা লাল-হলুদ শিবির জুড়ে। ২ এপ্রিল সোমবার নিজেদের টিম বাসে ভুবনেশ্বর যাবে ইস্টবেঙ্গল। তবে দুই কোচ বিশেষ করে খালিদ জামিল দলের সঙ্গে যাবেন কি না তা নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। তবে এসব নিয়ে এতটুকু হেলদোল নেই লাল-হলুদ টিডি সুভাষ ভৌমিকের। বরং তাঁর ভাবনা শুধুই সুপার কাপ। আর সেই লক্ষ্য নিয়েই নিয়মিত ডুডু, ক্রোমা, কাটসুমি, আমনাদের নিয়ে জোর অনুশীলনে ব্যস্ত সুভাষ। আসলে গত ১৯ বছর আই লিগ অধরা ইস্টবেঙ্গলে। এটাই যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না ময়দানের ভোম্বলদা। তাই অন্যদিকে না তাকিয়ে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে সুভাষের পাখির চোখ এখন সুপার কাপ। ৫ এপ্রিল ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ আইএসএলে খেলা মুম্বই সিটি এফসি। তাই মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচে পরিকল্পনাই করছেন তিনি।

ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে নামার আগে অনুশীলন করছেন বাবর আজম।

বেয়ারস্টো, মার্ক উডের হাত ধরে টেস্টে লড়াইয়ে ফিরল ইংল্যান্ড

ক্রাইস্টচার্চ, ৩০মার্চ: নিউজিল্যান্ডের মাটিতে অকল্যান্ডে প্রথম টেস্টে বড় ব্যবধানে হারের হতাশা ভুলে ক্রাইস্টচার্চে দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টে লড়াইয়ে ফিরল ইংল্যান্ড। আর দলকে লড়াইয়ে ফেরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন জনি বেয়ারস্টো ও মার্ক উড। দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ৯০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৯০ রান। অকল্যান্ড টেস্টের মতো ক্রাইস্টচার্চ টেস্টেও কিউয়িদের হয়ে বল হাতে ঝড় তোলেন ট্রেন্ট বোল্ট ও টিম সাউদি। ইংল্যান্ডের ৮ টি উইকেটের মধ্যে আটটি উইকেটই সংগ্রহ করলেন এই দুই পেসার। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই অ্যালিস্টার কুককে হারায় ইংল্যান্ড। টিম সাউদির বলে বোল্ড হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন কুক। এরপর টিম সাউদিরল বলে যথাক্রমে ১৮ রানে ও ৩৭ রানে আউট হন জেমস ভিনস ও অধিনায়ক জো রুট। কিছুক্ষণের মধ্যে বোল্ট ডেভিড ওয়ার্নারকে ০ রানে ও সাউদি মার্ক স্টোনম্যানকে ৩৫ রানে আউট করলে ইংল্যান্ডের স্কোর দাঁড়ায় ৯৪ রানে ৫ উইকেট। পরে বেয়ারস্টো ও বেন স্টোকস মিলে ৫৭ রানের পার্টনারশিপ গড়ে দলকে সাময়িক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু দলের স্কোর যখন ১৫১ রান তখন ব্যক্তিগত ২৫ রানে আউট হন স্টোকস। এরপর মাত্র ৫ রানে স্টুয়ার্ট ব্রড আউট হলে পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে যায় ইংল্যান্ডের কাছে। দলের স্কোর তখন ৭ উইকেটে ১৬৪ রান। ম্যাচের পরিস্থিতি যখন অকল্যান্ড টেস্টের মতো কিউয়িদের প্রায় হাতের মুঠোয় তখনই বেয়ারস্টোর সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়ে দলকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন মার্ক উড। বেয়ারস্টো ও উড মিলে ৯৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়েন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম অর্ধশতরান করলেন উড। শেষপর্যন্ত ৬২ বলে ৫২ রান করে সাউদির বলে বোল্ড হন তিনি। দিনের শেষে জনি বেয়ারস্টো ১৫৪ বল খেলে অপরাজিত রয়েছেন ৯৭ রানে। বেয়ারস্টোর সঙ্গে এখন ক্রিজে ১০ রানে ব্যাট করছেন আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়া জ্যাক লিচ। কিউয়িদের হয়ে ২৫ ওভারে ৭৯ রানে তিন উইকেট সংগ্রহ করেন ট্রেন্ট বোল্ট। ২৩ ওভারে ৬০ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নেন টিম সাউদি।

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা